দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 DEC 1986 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 কলাম ... 1 ... ...

088

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ৯ই পৌষ, ১৩৯৩

এক বিষয়ে ফেল ঃ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হোক

মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন না পাওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পাসের জন্য কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষাদানের সুযোগ দেওয়ার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা নাকচ হয়ে গেছে। ফলে এক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের আগামীতেও সব বিষয়ে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে। উল্লেখ্য, সরকার কর্তৃক গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটিই অন্যান্য সুপারিশের সাথে এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদেরকে পরবর্তী পর্যায়ে কেবল সেই বিষয়েই পরীক্ষা দেবার সুযোগদানের জন্য সুপারিশ করেছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে এর মধ্য থেকে অন্যান্য কয়েকটি সুপারিশসহ এক বিষয়ে ফেল করা সংক্রান্ত সুপারিশটি মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করে। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ তা অনুমোদন করেননি।

যতদূর জানা গেছে মন্ত্রিপরিষদ মনে করেন পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির স্থপরারিশসমূহ দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের বিবেচনায় দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে কোন লাভ হবে না।

সন্দেহ নেই, দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী তথা দেশের চাহিদার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সকলেরই কাম্য। কিন্তু সেই বড় রকমের পরিবর্তনের আগে ছোটখাট প্রয়োজনীয় সংস্কার কেন করা যাবে না তা বোধগম্য নয়। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি আন্তঃপরীক্ষা, বহিঃপরীক্ষা, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বেশকিছু প্রস্তাব রেখেছেন সেগুলো কার্যকর করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষতঃ এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তীকালে কেবল সেই বিষয়ে পরীক্ষায় বসার সুযোগদান একটি ছোট্ট ব্যাপার। আমরা বুঝি না এটি কার্যকর করার জন্য গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা বদলাবার দরকারটা কোথায়?

ইতিপুর্বেও এদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পার্টমেন্টাল বা রেফার্ড পরীক্ষার সুযোগ ছিল। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি এই প্রস্তাবে কেবল আগেকার ব্যবস্থাটিই পুনর্বহালের সুপারিশ করেছেন। অনেক দেশেই বছর বছর কিছু বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পর্যায়ক্রমে কয়েক বছরে ডিগ্রী নেয়া যায়। আমাদের দেশের অনার্স কোর্সের সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলোতেও এ ধরনের সুযোগ রয়েছে। আমরা শিক্ষা প্রসার ও অগণিত ছাত্রছাত্রীর সুবিধার্থে পুরনো পদ্ধতিটিই পুনর্বহালের সুপারিশ সমর্থন করছি।

এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তীকালে কেবল সেই বিষয়ে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিলে তারাই যে শুধু অন্য বিষয়গুলোতে নতুন করে পরীক্ষা দান এবং পাস করার আবশ্যকতা থেকে রেহাই পাবেন তা নয়, পরীক্ষকরাও পুনরায় সব বিষয়ে অনাবশ্যক পরীক্ষা গ্রহণ এবং খাতা দেখার ঝামেলা হতে মুক্ত হবেন। কমবে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য জটিলতা এবং প্রক্রিয়া। বাঁচবে অনাবশ্যক খরচ। বিশেষ করে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই খরচের ব্যাপারটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সব বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হবে এই কারণে অনেকের পক্ষে নতুন করে আর পরীক্ষাই দেওয়া হয় না। ফলে কেবল একটি বিষয়ে ফেল করার জন্য তারা শেষ পর্যন্ত সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। কাজেই মেধা, শ্রম ও অর্থের অপচয় রোধ করতে এবং অনাবশ্যক জটিলতা এড়াতে এ ব্যাপারে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশটি যুক্তিসঙ্গত বলেই আমরা মনে করি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখা এবং এমন একটি সহজ বিষয়কে অহেতুক ঝুলিয়ে না রাখা।